Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ জুলাই, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১০ জুলাই, ২০১৭, সোমবার, ২৫ আষাঢ়, ১৪২৪

বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়, রুজি-রুটির লড়াইয়ের জন্য যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জুলাই : ডি.ওয়াই.এফ.আই বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে মহকুমা সমাবেশ হল বর্ধমান টাউনহল ময়দানে। বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা নয়, সবার জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিকে সামনে রেখে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক আভাষ রায়চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদক জামির মোল্লা, জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল, যুবনেত্রী সুরভী কিসকু। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রলয় আইচ। সভায় বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দুই সরকারই

—এরপর চারের পাতায়

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জন্য মিছিল জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ জুলাই, বর্ধমান : সম্প্রীতি রক্ষা, রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার আবেদন জানিয়ে পথ হাঁটলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। এদিন বর্ধমানে একটি মিছিল আদালত চত্বর থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, গণেশ চৌধুরী, সাইদুল হক, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, কালিশঙ্কর পাল, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শান্তি-সম্প্রীতি-সৌভ্রাতৃত্বের দুটি পৃথক মিছিল সংগঠিত হয় কালনায়। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ ও কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মিছিল দুটি যথাক্রমে ধাত্রীগ্রাম ও সেনেরডাঙা এলাকা পরিক্রমার পর দুটি পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। পথসভায়

—এরপর চারের পাতায়

দুর্গাপুরে আসামির কাঠগড়ায় তৃণমূল-বিজেপি : অমল হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ৮ জুলাই : আসন্ন দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক কর্মীসভায় সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার অভিযোগ করেন যে, দেশের অর্থনীতিকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। রাজ্যে তার দোসর হিসাবে কাজ করছে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। আর এই নীতির ভয়াবহ ফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখছে দুর্গাপুরের মানুষ। মোদি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে পাকাপাকি ভাবে কর্পোরেট হাউসগুলোর হাতে তুলে দিতে চাইছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার একই পথের পথিক। ফলে দুর্গাপুর শুকিয়ে মরতে বসেছে। তাই আসন্ন দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচনে দুর্গাপুরের মানুষের কাছে আসামির কাঠগড়ায় তৃণমূল-বিজেপি। নোট-বদল ও তথাকথিত গো-মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে মোদি সরকারের অভিযান সারা দেশে কৃষি অর্থনীতিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কর্মসংস্থান অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে আগামী তিন বছরে ৬ লক্ষ কর্মী ছাঁটাই হতে চলেছে। রাজ্যে নতুন কোনো শিল্প হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে যা শিল্প হয়েছিল, তার বাইরে গত ৬ বছরে নতুন কোনো শিল্প হয়নি। দুর্গাপুরেও নতুন কোনো শিল্প হয়নি। সম্পূর্ণ জন-বিরোধী এই দুই সরকার তাই জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদকামী শক্তিকে মদত দিচ্ছে। জনগণকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। একইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের

—এরপর চারের পাতায়

শান্তি-সম্প্রীতির জন্য রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ৮ জুলাই : মানুষের মধ্যে নানা সম্প্রদায় থাকলেও রক্তের কোনো সম্প্রদায় নেই। সব সম্প্রদায়ের মানুষের রক্তই এক—যা কয়েকটি গ্রুপে বিভাজিত। তাই রক্তদান শিবিরগুলি সব সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনক্ষেত্র। শান্তি-সম্প্রীতি- সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা বন্ধ করতে এই রক্তদান শিবিরগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রয়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বিশ্বরূপ ব্যানার্জী স্মরণে রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন, প্রাক্তন যুব

—এরপর চারের পাতায়

রানিগঞ্জ বরো অফিসে যুবদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৪ জুলাই : রানিগঞ্জবাসীর আশু সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে ডিওয়াইএফআই রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির ডাকে রানিগঞ্জ বরো অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্পোরেশন দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া বর্ধিত নানান কর ও ফি অবিলম্বে প্রত্যাহার, রাস্তা-ঘাট সংস্কার, জঞ্জাল সাফাই, মশা মারার স্প্রে, রানিগঞ্জের কয়েকটি অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সরকারি ও বে-সরকারি স্কুলে ডোনেশনের নামে

—এরপর চারের পাতায়

খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সভা

পাটুলিতে বক্তব্য রাখছেন রতন দাস
ছবি : দ্বারকানাথ দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুলাই : সারা ভারত কৃষকসভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ থানা কমিটির যৌথ উদ্যোগে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সভা হয়। সেনেরডাঙ্গা হিমঘরে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন সনাতন টুডু, গোপাল মণ্ডল, মহম্মদ আলি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন শ্রীকুমার দুবে। বক্তারা বলেন— প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। অথচ খেতমজুরদের মজুরি বাড়ছে না। বরং খেতমজুরদের কাজের ক্ষেত্র দিনদিন কমে যাচ্ছে যন্ত্রের কারণে। ১০০ দিনের কাজ নেই, কাজ করেও মজুরি মিলছে না। তাই প্রতিটি খেতমজুরের সংসার নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে বেরোনোর একমাত্র রাস্তা হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধি। তাই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করা ছাড়া খেতমজুরদের সামনে কোনো পথ খোলা নেই। সেই আন্দোলনে সবাইকে অংশগ্রহণ করে ৩০০ টাকা মজুরি আদায় করতে হবে।

পূর্বস্থলী থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ৬ জুলাই সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পূর্বস্থলী-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে খেতমজুরদের ৮ দফা দাবিতে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন খেতমজুর আন্দোলনের প্রবীণ নেতা সাধনা বিশ্বাস। সভায় দাবিপত্র পাঠ করেন রাজেন্দ্র ঘোষ।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে
লেখা পাঠানো যাবে ৩১ জুলাই-এর মধ্যে
কপি রেখে লেখা পাঠান।
অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
আপনার লেখা পাঠাতে পারেন ই-মেলে
তবে অবশ্যই হার্ড কপি পাঠাতে হবে।
আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১০ জুলাই, ২০১৭

এ কোন পশ্চিমবঙ্গ?

পশ্চিমবঙ্গ এখন যেন বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন তীব্র হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে। সমাধানের পথ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এই আন্দোলন মোকাবিলার জন্য যে-ভাবে এগনো উচিত ছিল, তৃণমূল সরকার সে-পথে এগোয়নি। বিষয়টিকে জেদাজেদির পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সমাধানের পথে নয়। পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। পাহাড়ে মোর্চার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হিংসাশ্রয়ী আচরণ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেই উত্তপ্ত করে তুলেছে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে এর আশু সমাধান প্রয়োজন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহ। যাকে হিংস্রতর করে তোলার জন্য বিজেপি গোপনে ও প্রকাশ্যে মদত দিয়ে চলেছে। এক ধর্মের মৌলবাদী শক্তি অন্য ধর্মের মৌলবাদী শক্তিকে উস্‌কে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির প্রোৎসাহী ভূমিকা ও তৃণমূল সরকারের সহনশীল ভূমিকাও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর খুশিমতো চলবেন, অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা-কে রোধ করার পথে তিনি যাবেন না। একাকীই তিনি সবার উর্ধ্বে, এটাই তিনি প্রতিক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও প্রমাণ করতে চান। ১৯৬৯ সালে হুগলির তেলেনিপাড়ায় এমনই এক উত্তেজক পরিস্থিতিতে রাজ্যের তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে অসাধারণ দক্ষতায় তার মোকাবিলা করেছিলেন, আজ তাঁর জন্মদিনে দাঁড়িয়ে সে কৃতিত্ব অবশ্যই বিশেষভাবে স্মরণে আসে।

এই আশংকাকুল পরিস্থিতিতে শুধু সরকারের উপর নীরব নির্ভরতায় কোনো কাজ হবে না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা-প্রতিরোধী প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই লক্ষ্যেই আগামী ১২ জুলাই কলকাতার বুকে এক মহামিছিলের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম) সহ ১৯টি রাজনৈতিক দল। ক্রমশ জেলায় জেলায় এবং এলাকায় এলাকায় এই প্রতিরোধকে প্রসারিত করতে হবে। ধর্মীয় মৌলবাদকে তোষামোদ বা ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গিপনা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় এমন যে-কোনো অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধেই গর্জে উঠতে হবে মানুষকে। যে-কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই ব্যাপক জনগণ ধর্মের নামে এই হিংস্রতাকে ধিক্কার দেয়। মুষ্টিমেয় দুরাচারীর কাছে ব্যাপক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে মাথা নত করবেনা, তার সুদৃঢ় বহিঃপ্রকাশ এই দুঃসময়ে একান্ত জরুরি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এসে ডাক্তার না থাকায় চরম হয়রানির শিকার হলেন শতাধিক হজ যাত্রী

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জননেতা জ্যোতি বসুর কবে কোথায় জন্ম? তাঁর বাবা ও মায়ের কী নাম ছিল?
২. ব্যারিস্টারি পড়তে কত সালে জ্যোতি বসু লন্ডন যান?
৩. জ্যোতি বসু দেশে ফিরেই কবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং কোন গণসংগঠনে যুক্ত হন?
৪. জ্যোতি বসু কত সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন?
৫. জ্যোতি বসু কত সালে যুক্তবাংলার ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন?
৬. জ্যোতি বসু প্রথম কত সালে পশ্চিমবঙ্গের কোন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন?
৭. জ্যোতি বসু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত ছিলেন?
৮. জ্যোতি বসু কোন সাল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন? কত সালে পলিটব্যুরোর সদস্য হন?
৯. পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কবে শপথ নেয়? জ্যোতি বসু কোন দপ্তরের মন্ত্রী হন? মুখ্যমন্ত্রী কে হন?
১০. পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কবে শপথ নেয়? কে মুখ্যমন্ত্রী এবং কে উপমুখ্যমন্ত্রী হন? কবে কোথায় তাঁর উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে? কে মারা যায়?
১১. জ্যোতি বসু কবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন? কত বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন?
১২. জোতি বসু কবে কোথায় প্রয়াত হন? কবে কোথায় তাঁর মৃতদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য দান করা হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

জ্যোতিষ্ক জ্যোতি বসু

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের 'বারদি' গ্রামে নিশিকান্ত বসুর (হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত চিকিৎসক) তনয় জ্যোতি বসু। ছেলেবেলা থেকে বৈভবের মধ্যে মানুষ। বাবা ভারতভাগের আগেই হিন্দুস্থান পার্কে তিনতলা পাকা বসতবাটি নির্মাণ করেন।

জ্যোতি বসু আইনশাস্ত্রের উচ্চশিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বিলেতে যান। তখনকার সময়ে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরা বিলেত যেত। জোতি বসুর সাথে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাতি), স্নেহাংশুকান্তি আচার্য (ময়মনসিংহের অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান, নিউ আলিপুরে প্রাসাদোপম বাংলো তৈরি করেন), ইন্দিরা নেহেরু, ফিরোজ গান্ধী এঁদের সাময়িক ঘনিষ্ঠতা হয় বিলেতে, যদিও অনেকের সাথেই তাঁর পূর্বপরিচিতও ছিল। বিশেষত স্নেহাশুকান্তি আচার্যের। জ্যোতি বসু ব্যারিস্টার হয়েছিলেন কিন্তু ভারতে ফিরে কোনোদিন ওই পেশায় নিয়োজিত হননি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর এজন্য। 'ব্রিফলেস ব্যারিস্টার', 'বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলে', আরো সব বাছা বাছা বিশেষণ।

জ্যোতি বসুকে তার পরিধেয় 'ধুতি পাঞ্জাবির বাঙালিয়ানার জন্য ব্যঙ্গে 'জ্যোতি বাবু' অভিধা প্রদান করা হয়, যেন তিনি 'বাবু সংস্কৃতি'র পুরোধা। পার্টির মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত অনেক আগে থেকেই এবং সেখানে 'জ্যোতি বাবু' অভিধাটি সম্মানের সাথেই উচ্চারিত।

একটু ইতিহাসের কথায় যেতেই হয়। বিংশ শতাব্দী অভিহিত হয় 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শতাব্দী' হিসাবে। সূচনা ১৯১৭ সালের অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। কে না জানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ণায়ক ভূমিকার জন্যেই 'ফ্যাসিবাদ' পরাস্ত হয়।

চিন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা —এসব দেশে বিপ্লবী শক্তি সাফল্য অর্জন করতে থাকে। ভারতেও এইসব ঘটনার অনুপ্রেরণায় ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ক্ষুদ্র একটি পার্টি 'কেলাসন বিন্দু'র কাজ করল। তার লক্ষ্য সংগ্রাম। সামাজিক নিপীড়ন আর শ্রেণিশোষণে ভারতের পরিস্থিতি তখন 'অতিরিক্ত সম্পৃক্ত দ্রবণে'র মতো। ফলে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা' গঠনের লক্ষ্যে পার্টির গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত কেলাসিত হতে থাকল। যেমন হয়ে থাকে অতিসম্পৃক্ত দ্রবণে ঝুলিয়ে দেওয়া সুতোর গায়ে। একথা ভুললে চলবে না 'জমিদারতন্ত্রের বিলোপ', 'সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের অবসান', 'আর্থ-সামাজিক পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা' এগুলি অর্জনের লক্ষ্যে জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিই ভারতে নিরলস লড়াই করে চলেছিল। মার্কস এবং লেনিন, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক নীতি দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এই লড়াইকে। ১৯২১ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশন'-এ এই কমিউনিস্টরাই প্রথম 'পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা'র দাবিতে একটি প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ কায়েম করেছিল, তারা যে বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার প্রসার ঠেকাতে তরুণ কমিউনিস্টদের নিকেশ করতে চাইবেন এ আর বিচিত্র কী? ১৯২২-এ পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৪-এ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ব্রিটিশ দমনপীড়নের চূড়ান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

১৯২০তেই পার্টিকে নিষিদ্ধ করে ভারতের ব্রিটিশ সরকার। পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ। ফলে কুড়ি বছর প্রায় পাটিকে কাজ করতে হয়েছে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও।

এবারে আবার চলে যাই ইউরোপে। পূর্ব ইউরোপে জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, সুইডেন, ফ্রান্স এবং আরো সংলগ্ন দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে।

বিলেতে ইন্ডিয়া লীগের মাধ্যমে জ্যোতি বসু পরিচিত হন হ্যারি পলিটের সাথে। হ্যারিকে ইউরো-কমিউনিজমের জনক হিসেবে গোটা বিশ্ব চেনে।

হ্যারি পলিটের একটি উদ্ধৃতি (ডাঃ শঙ্খরঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত) এখানে উল্লেখ করি—

"India desires freedom from the shackles of British Imperialism. Its brilliant students are engaged in higher studies in the British isles. After earning proficiency, many will go back to their motherland. By helping the common people they will foster the cause of the freedom movement. I also visualise that the more senstive professionals will directly take part in their people's movement."

অনুবাদের ধৈর্যচ্যুতি নাই ঘটালাম।

জ্যোতি বসু তাঁর আইনশাস্ত্র পেশায় কেন নিয়োজিত হলেন না এবং কেন মানুষের সাথে থেকে আন্দোলনে নিয়োজিত হলেন এবং তাতে তাঁর চরিত্রের যে জনদরদি মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তা হ্যারি পলিটের উদ্ধৃতির শেষ কয়েকটি ছত্রে লুকিয়ে আছে।

তাঁর বিরুদ্ধে যে বিদ্রুপ উচ্চারিত হয়েছে, তাকে অবহেলা করেছেন তিনি তাঁর অভিজাত মহত্বে। জ্যোতি বসু দেশে ফিরে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েই তারকার মর্যাদা পান তাঁর এই অসামান্য আত্মত্যাগের কারণে।

১৯৬২ সালে (আমার তখন ১২ বছর) জ্যোতি বসু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে (আমার মামার বাড়ি) জনসভায় বক্তৃতা দিতে। অত্যন্ত সদামাটা, সহজ সরল ভাষায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, কেরল ও অন্যান্য জায়গায় কমিউনিস্টদের ওপর কংগ্রেস শাসক দল কী নিদারুণ নিপীড়ন চালিয়েছে তা ব্যক্ত করেন। তিনি ভারি সুন্দরভাবে জানিয়েছিলেন "আমরা তো এসব গায়ে মাখিনি। বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসনের বিকল্প জনপ্রিয়, গণভিত্তিসম্পন্ন কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছি শত অত্যাচার সয়েও। বিচ্ছিন্নতা, বিভেদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। কমিউনিস্ট আন্দোলন আপনাদের সক্রিয় সমর্থন চায় যাতে আমরা জয়ী হই। ১৯৫৭ সালে কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভাকে যারা গণভিত্তিকে উপেক্ষা করে ছুঁড়ে ফেলার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল সেই কংগ্রেসকে মুখের মতো জবাব দিন আগামীদিনে, এইটা আমার আবেদন।" দু'একটা শব্দ এদিক-ওদিক হতেও পারে, তার জন্য মার্জনা চাইছি।

১৯৬৪ সালে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয় এবং জ্যোতি বসু সহ সিংহভাগ কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা এই পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রকৃত পথে পরিপুষ্ট করতে থাকেন। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে দু'দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। জ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে নিরস্ত থাকেননি। তিনি নীতির প্রশ্নে লড়াই চালিয়েই গিয়েছেন।

১৯৭২-এ নির্বাচনে বরাহনগরের বিধানসভায় জ্যোতি বসু পার্টির প্রার্থী। পুকুরচুরির সেই নির্বাচনে তিনি তাঁর অসামান্য বোধ থেকে জেনেছিলেন কী হতে যাচ্ছে, আর সকাল ন'টার মধ্যে তাঁর অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নির্বাচন বয়কট করেন। ১৯৭২-এর কালো নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্রের ওপর স্টিমরোলার চলতে থাকে। 'ছাত্র-পরিষদ' আর 'শিক্ষা বাঁচাও' দুই উপদলীয় কংগ্রেস কোন্দলে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। আমাদের প্যাথলজি (MBBS-Level-III) পরীক্ষার জন্য দু'দুবার ফিস জমা করতে হয়েছিল, অথচ প্রথমবার পরীক্ষা ক্যানসেল করিয়েছিল ছাত্র-পরিষদ হোম-সেন্টারের দাবিতে।

ডাঃ সৌরাংশুকান্তি আচার্য (শ্রী স্নেহাংশু আচার্য মহাশয়ের পুত্র) এবং তার বন্ধু ডাঃ শঙ্খরঞ্জন সেনগুপ্তের সাথে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আমি সেই পিছিয়ে যাওয়া (১৯৭২ এর পরীক্ষা ১৯৭৪-এ হয়) পরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের ইতিকর্তব্য জানতে জ্যোতি বসুর সাথে দেখা করতে স্নেহাংশুবাবুর বাড়িতে নিউ আলিপুর যাই।

তিনি সমসাময়িক সব ঘটনা হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতেন। সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কালবিলম্ব না করেই তিনি শুরু করলেন, "আমি সমস্যাটা জানি, পার্টিতে আলোচনা করেছি, দু'বছর পরীক্ষা পিছিয়েছে, ওদের অত্যাচারে আমাদের ছাত্র-নেতা কর্মীরা ভীত-সন্ত্রস্ত। কলেজে কলেজে ঐ যে কী যেন, চেম্বার-টেম্বারের প্রদর্শনী চলছে। পুলিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রুটমার্চ করছে। পার্টি সামগ্রিকভাবে আক্রান্ত। আমাদের কৌশলে থাকতে হবে যাতে আগামী দিনে সবাই এক হয়ে এদের মোকাবিলা করে জনবিচ্ছিন্ন করা যায়। আপনারা পরীক্ষা দিন। ফিসের দুঃখ ভুলে যান। অত্যন্ত ভালো ফল করুন। পার্টির ভালো ডাক্তার দরকার। ওরা আবার যদি এই পরীক্ষা পিছোতে চায় তবে কবর খুঁড়বে। আমি সবাইকেই এই কথা বলব।"

এই অনুপ্রেরণা আর কে জোগাতো? ১৯৭৫-এ (২৫ জুন দেশে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা চালুর

—এরপর চারের পাতায়

জননেতা জ্যোতি বসু-র ১০৪তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় রাজনীতির এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

ভারতীয় রাজনীতির এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব হলেন জ্যোতি বসু। বিশাল মাপের মানুষ। আমি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি ও জানি। তাঁকে আমি যতটা জেনেছি ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা বেড়েছে। উনি আমাদের সমগ্র দেশের ভালোবাসা ও সম্মানের পাত্র। যেমন তিনি খুবই সুসংস্কৃত তেমনি দৃঢ়চেতা, চমৎকৃত করার মতো মানুষ। যেমন মতাদর্শের প্রতি তাঁর অসম্ভব দায়বদ্ধতা তেমনি অসামান্য মানবিকতা।

তাঁর ছিল প্রখর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। দেশ ও দেশের মানুষের সমস্যা সম্পর্কে এক গভীর অর্ন্তদৃষ্টি। উনি সর্বদাই সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের জন্য বিরামহীন লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। উনি ব্যক্তি ও সার্বজনিক জীবনে সততার সর্বোচ্চ মূল্যকে রক্ষা করে গেছেন। যা ব্যাপকভাবে অনুকরণীয়।

তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের সমস্ত গুণই সমন্বিত। বামপন্থী জোটের একের পর এক জয় ও দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক আপসহীন যোদ্ধা। মেহনতি মানুষের নির্বিবাদ বন্ধু ছিলেন।

ব্যাপকতম রাজনৈতিক অংশেই তাঁর প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস রয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য বিরোধীদের তিনি সর্বসম্মত পছন্দের প্রার্থী ছিলেন। তাঁর দলই তাঁকে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেয়নি। সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে আমার অন্যান্য বড় প্রশ্নে ঐকমত্য থাকলেও এই একমাত্র বিষয়ে আমার অভিযোগ রয়েছে। জ্যোতি বসু যদি প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করতেন তাহলে দেশ ও বামপন্থা উভয়েরই ভালো হতো।

তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর পদের চেয়েও জ্যোতি বসুর প্রতি আমার হৃদয়ে সম্মান অনেক উঁচুতে। আমি চাই উনি দীর্ঘজীবী হয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করুন।

(উদ্‌ভাবনা : ২২ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ২০০৬)

(জননেতা জ্যোতি বসুর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর একটি ছোট লেখা যা হিন্দি থেকে অনুবাদ করা হলো। প্রয়াত জননেতার প্রতি একজন ভিন্ন মতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যে শ্রদ্ধাবোধ তা এই লেখায় ফুটে উঠেছে। লেখাটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন দুজনেই জীবিত ছিলেন, আজ তাঁরা প্রয়াত।)

অনুবাদ : দিনেশ ঝা

জ্যোতি বসুর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হরিহর ভট্টাচার্য

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ব্যক্তি-নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। কমিউনিস্ট দলে অবশ্য ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ততটা পরিসর নেই। জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য ছিল না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী জ্যোতি বসুকে বাংলার উনিশ শতকের ভদ্রলোক শ্রেণির এক আদর্শ পুরুষ বলেছেন। উনিশ শতকের বাংলার 'ভদ্রলোক' ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রায় তার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ১৯৭৭ সালের পর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার মতো একটা 'কঠিন' রাজ্যে রাজ্য সরকারের নেতৃত্ব-দান সহজ কাজ ছিল না। আজ দেশীয় রাজনৈতিক স্তরে জোট সরকার প্রায় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বসু অনেক আগে থেকে এই রাজ্যে (১৯৭/৬৭-৬৯, ১৯৭০-৭১ আংশিক ভাবে) এবং পরে একটানা ২৪ বছর (১৯৭৪-২০০১) একটি বামপন্থী জোট সরকারের উপযুক্ত এবং সফল নেতৃত্বদান করেছেন, যা ইতিহাসে বিরল। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এর কোনো নজির ছিল না।

আমার ছাত্রজীবন থেকে তাঁর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতের জরুরিঅবস্থা-পরবর্তী পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বর্ধমান টাউন স্কুলে (মে, ১৯৭৭) বিকেলে তার বক্তৃতা শুরু হয়; সম্মোহনী বক্তৃতা। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু এবং শ্রোতাদের চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যের সময় বসু বক্তৃতা করছেন। পুরো ভিজে গেছেন। তিনি আহ্বান করলেন— 'আপনারা যাবেন না'। ম্যাজিকের মতো কাজ। আমার মতো অনেকেই বাকি প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। সে বক্তৃতা শুধু নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না, তা ছিল দেশের জন্য। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র উদ্ধারের উদাত্ত আহ্বান। পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করেছে যে পরপর ৩৪ বছর ধরে এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় থেকেছে।

কখনো ভাবতে পারিনি সেই বিশাল মানুষটির সান্নিধ্য কখনো পাবো। ১৯৮৬ সালে লন্ডনে সে সুযোগ হয়ে গেল। তখন আমি 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স'-এ পি.এইচ.ডি গবেষণার ছাত্র এবং গবেষণা করছি ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর। আমার গবেষণার গাইড প্রয়াত টি. জে নাসিটারের সঙ্গে বসুর যোগাযোগ ছিল। সেই সময় প্রায় প্রতি বছর জুন-জুলাই-এ LSE-র ওল্ড থিয়েটার (লেকচার হল)-এ বসুর জন্য বক্তৃতার (পাবলিক লেকাচর) ব্যবস্থা করা হতো। প্রয়াত বসু LSE-র এক উজ্জ্বল প্রাক্তনী ছিলেন। ১৯৮৬-তে সেই ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে আমার গাইডের পরামর্শ মতো আমারও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। বক্তৃতার পর আমাকে বসুর সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার গাইড। আমার গবেষণার বিষয়ে জ্যোতি বসু খোঁজ-খবর নিলেন এবং নিজেই বললেন যে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ত্রিপুরা ভ্রমণের কথা বললাম। তিনি বললেন : "কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।" আমি বললাম, কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করা কি সহজ? তিনি বললেন, 'নীচের নিরাপত্তা রক্ষীদের বলবে লন্ডনে আলাপ হয়েছিল এবং আমাকে উনি দেখা করতে বলেছিলেন; এইসব বলে উপরে চলে আসবে।' অনেক তর্কাতর্কি করে উপরে হাজির হলাম এবং জ্যোতি বসুর সাথে দেখা করলাম। উনি আমাদের লন্ডনে দেখা হওয়া এবং ওঁর প্রতিশ্রুতি মনে করতে পারলেন। আমায় বললেন, 'বাইরে গিয়ে একটু বসো।' ঠিক আধ ঘন্টা পরে আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার ত্রিপুরা যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নৃপেন চক্রবর্তীকে ফ্যাক্স করা চিঠির কপি আমায় দেওয়া হল এবং তাঁর অফিস থেকে বলা হলো কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে যোগাযোগ করতে এবং কবে ত্রিপুরা যাচ্ছি তা জানাতে। আমার যাওয়ার ব্যবস্থা, ত্রিপুরার সার্কিট হাউসে থাকা এবং সরকারি গাড়ি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমি অভিভূত হলাম। কী প্রশাসনিক তৎপরতা! কী প্রখর স্মৃতিশক্তি! লন্ডনে বসুর সঙ্গে একসাথে মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করারও সৌভাগ্য হয়েছে এবং পাশে বসে দেখেছি কী বিশাল রাশভারি ব্যক্তিত্ব! খেতে খেতে দেখছিলাম উনি পাতের একদিকে আলু সরিয়ে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার আপনি কি আলু খান না?' উত্তর : "তোমরা খাও। আমাদের বয়স বাড়ছে। সাবধান হওয়া দরকার।"

এতো স্বল্প পরিসরে ওই মহান ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সম্বন্ধে কিছু লেখা যায় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই নেতৃত্ব-ঐতিহ্যের বিষয় আরও জানুক। বসুর নেতৃত্বে তিনটি দিকের উপর সামান্য আলোকপাত করব। প্রথমত, তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময় থেকে এক কঠিন সময়ে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত বৈভব ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল। সে যুগে লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি ওই দেশেই থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। এই ত্যাগ স্বীকার অনেক বড় মাপের।

দ্বিতীয়ত, তাঁর নেতৃত্ব ছিল সম্মোহনী, যাঁর তুলনা চলে পৃথিবীর বিভিন্ন সফল রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে; আমাদের দেশে এর খানিকটা তুলনা চলে জওহরলাল নেহরুর সাথে। যদিও নেহরুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের দোলাচল বসুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সবশেষে, আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা ১৯৫০-এর দশক থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে যোগদান করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার একটা আদর্শ নমুনাও বসু দেখিয়ে গেছেন। ১৯৪৬-এ বসু বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র ছিল রেল শ্রমিক ইউনিয়ন। ১৯৫১-৬১ তিনি ছিলেন রাজ্য পার্টির সম্পাদক। এবং ১৯৫১ সালের পর থেকে পশ্চিম বাংলার বিধানসভার কার্যবিবরণী তার সাক্ষ্য বহন করছে। ওই কার্যবিরণী এবং জ্যোতি বসুর ভূমিকা গবেষণার অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, ধারালো যুক্তিতর্ক এবং Rules of the Game-কে রক্ষা করেও প্রতিপক্ষকে কীভাবে নিরস্ত্র করা যায় তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু।

রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৮ জুলাই জ্যোতি বসুর (১৯১৪-২০১০) জন্মদিন। তাঁর কাজের মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পারি। শুধুমাত্র রাজ্য রাজনীতি নয়, এক সময় ভারতীয় রাজনীতির এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন জ্যোতি বসু। মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালের মে মাসে জওহরলাল নেহরু বিশ্বলিদ্যালয়ে এক শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে আমরা সারা ভারতের সত্তর জন্য অধ্যাপক/অধ্যাপিকা রাতের খাবার টেবিলে বসে এই বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যে অটলবিহারীর ১৩ দিনের সরকার পড়ে যাওয়ায় জোট সরকার গঠিত হলে প্রধান মন্ত্রী হতে পারেন জ্যোতি বসু। শ্রী বসুকে সেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পার্টি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি, যাকে তিনি বলেছিলেন 'ঐতিহাসিক ভুল'। এতে শ্রী বসুর রাজনৈতিক জীবনের কোনো ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হল পার্টির। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে (শুধু কেরল বাদে), পশ্চিমভারতে আজ কমিউনিস্ট পার্টির কোনো অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। আসলে ভারতের আপামর জনসাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গিয়ে এটা সচেতনভাবেই বিচার করে যে সরকার কারা গড়বে। যে পার্টির সামনে সেই সুযোগ আসা সত্ত্বেও হেলায় হারিয়েছে তাদেরকে ভোট দিতে গিয়ে দশবার ভাববে। এই জনতার কাছে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন, বড় পুঁজি, ছোট পুঁজি, পরমাণু চুক্তির বিতর্ক বুদ্ধিদীপ্ত হলেও বোধগম্য নয়। তাদের কানে শব্দগুলি অচেনা ঠেকে আজও।

১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট আসে তখন গ্রামে গ্রামে নিদারুণ দারিদ্র। জমিতে একবার ফসল হতো যদি ভালো বর্ষা হতো তবে। মাঠের পর মাঠ সারা বছর গরু চরত। আর দরিদ্র মানুষের ঘরে চাল না থাকায় অনাহারে দিন কাটাতে হতো তাদের। দিনের পর দিন অনাহার, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির শিকার হয়েছে গ্রামের মানুষ। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা, চিকিৎসাকেন্দ্রের অভাব, রাস্তা-ঘাটের অভাব, বিদ্যুৎ নেই, প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র নেই, চারদিকে শুধু না-থাকার আর্তনাদ শোনা গেছে। শ্রীবসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট অতি দ্রুত এদিকগুলির উপর অগ্রাধিকার দেয়। গ্রামে গ্রামে জলসেচের ব্যবস্থা করায় গ্রামের সেই জমিতেই সোনার ফসল হতে শুরু করে সারা বছর। জলসেচের বন্দোবস্ত হওয়ায় ধান-আলু-ধান এই বৃত্তের বাইরে গিয়ে চাষিরা সব্জি চাষ শুরু করে। এরই মধ্যে পাকা রাস্তা হয়। বাস যোগাযোগ হয়। মানুষের বিচরণ ক্ষমতা বাড়ে। ১৯৯০-এর গোড়ায় গ্রামগুলি থেকে দারিদ্র্য মোচন হয়ে যায়। দেখে ভালো লাগত খেটে-খাওয়া দিন মজুদেরও বাড়ি হয়েছে, তার ছেলে পায়ে জুতো পরে স্কুলে যায়। অদূরে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন হয়; গ্রামে বিদ্যুৎ আসে।

গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুলগুলিকে এইচ.এস.-এ রূপান্তর, প্রত্যন্ত এলাকাতে কলেজ স্থাপন—সব মিলিয়ে যেন শিক্ষায় কর্মযজ্ঞ-র সূচনা হয়। আর সেই সঙ্গে বর্গানথিভুক্তিকরণ, ভূমিসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রায় তিন লক্ষ ক্ষেত মজুরদের বর্গাদার আইন করে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়। ফলে গরিব মানুষের জমির প্রতি মমত্ব তৈরি হল। 'ল্যান্ড ট্যু দ্য টিলার' আন্দোলন সফল হয়। এর সামগ্রিক প্রভাব পড়ে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মুক্তিতে। গ্রামে গ্রামে শিক্ষার হার বাড়ল, একটি দুটি করে গ্র্যাজুয়েট হল, এইচ. এস. পাসও করল অনেক। ১৯৭০-এর দশকের গ্রাম আর ১৯৯০-র দশকের গ্রাম— যেন বিপ্লবই হয়েছে মনে হল। কিন্তু এর পর চাহিদা এল কর্মসংস্থানের। তাদের ছোট-খাটো কর্ম সংস্থান হল। ফলে পার্টির সদস্য সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে লাগল। কংগ্রেস দলটি যেন ফুরিয়ে যাবার মুখে!

কৃষি-বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল শিল্পায়নের। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বে সিঙ্গুর আন্দোলন অংকুরেই তা বিনষ্ট ঘটায়। সে অন্য প্রসঙ্গ।

২০০০ সালের পর থেকে পার্টি যত বেড়েছে পার্টি আর সরকার এবং তার সঙ্গে নাগরিক সমাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের যে ক্ষমতায়ন তা পঞ্চায়েতে সীমাবদ্ধ থাকল। পার্টি দরিদ্র মানুষের সমর্থন হারাতে শুরু করে।

শ্রী বসুর আমলে এবং তার পরবর্তী বাম আমলে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কমিউনিস্ট পার্টি এই পর্বে কখনোই তার এই সেক্যুলার বৈশিষ্ট্য হারায়নি। গ্রামে গ্রামে পূজা-পার্বণে, সভায় রাম-রহিমের সহাবস্থান ঘটেছে। কখনোই ধর্মের জিগির তুলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে আঘাত করেনি। হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে দুর্গাপূজা করছে, মসজিদ সংস্কারে চাঁদা তুলেছে যৌথভাবে। কখনোই ধর্ম তাদের সম্পদের মাঝে পাঁচিল দিতে পারেনি।

মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখা হয়েছে ৩৪ বছরের বাম শাসনে। আমার মনে পড়ে রায়নার গ্রামগুলিতে কীভাবে ওলাইচণ্ডীর পূজো উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান একসাথে অ্যামেচার যাত্রাপালা উপস্থাপন করেছে। এগুলিই ছিল সম্প্রীতি রক্ষার উপায়। ছোটবেলায় এমনও দেখেছি যে মুসলমানদের পরবের সময় গরু কাটা হলে তা গোয়ালে বস্তার আড়ালে কাটা হতো। আমাদের দেখতে দিত না চাচারা— আমাদের মনে বেদনা আসতে পারে এই ভেবে। সমাজের এক অটুট বুনন ছিল যা সব ধরনের সংকটের মোকাবিলা করত। এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি বাতাসে দাঙ্গার বিষ ছড়াচ্ছে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অস্ত্র নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে আজ ঘোর দুর্দিন। আমাদের সকলের চেষ্টায় এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। এখন আবার শ্রী বসুর ঐতিহ্যকে পাথেয় করেই পথে নামতে হবে।

প্রয়াত শিক্ষক নেতাকে স্মরণ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুলাই : রক্তদানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হল শিক্ষক নেতা প্রয়াত নিশীথরঞ্জন কুমারকে। এবিপিটিএ-র কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে অম্বিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। ৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্তদান করেন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন মধু সিংহরায়। গৌরাঙ্গ গোস্বামী বলেন, আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। একদিকে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজ নেই, কৃষকদের ফসলের দাম নেই, সরকারি কর্মচারীরা নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত, ১০০ দিনের কাজ থেকে গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। তার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক

শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে। কোথাও কোথাও দাঙ্গাও লাগানো হচ্ছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে মানুষকে সংগঠিত করেই রক্তদান শিবিরের মতো সামাজিক কাজই আমাদের বেশি বেশি করে করতে হবে। তবেই প্রয়াত নিশীথরঞ্জন কুমারকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

মোটর ভ্যান-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৮ জুলাই : মোটরভ্যান-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটর ভ্যান চালকের মৃত্যু হল। ঘটনাটি আজ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের সময় মেমারি তারকেশ্বর রোড পারিজাত নগর ব্রিজের কাছে ঘটে। এলাকার মানুষ ভ্যানচালককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে মৃত মোটর ভ্যান চালক সঞ্জীব সরকার (৪২)-এর বাড়ি মেমারি খাঁড়ো ২নং ওয়ার্ডে। তাঁর একটি ৫ বছরের মেয়ে আছে। এই গরিব পরিবারে উপার্জনক্ষম সঞ্জীব একাই ছিলেন। পুলিশ লরিটি আটক করেছে।

সাধারণ বিমা শিল্পে ধর্মঘট সফল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ জুন : বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সাধারণ বিমা শিল্পে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্স এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন। সারা দেশের সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সমস্ত সাধারণ বিমা অফিসগুলি বন্ধ থাকে। ৭ জুলাই এই বন্ধে সমস্ত এজেন্টরা অফিসের সামনে পিকেটিং, অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এছাড়া মোটর বিমায় প্রিমিয়াম বাড়ানো এবং একই সাথে এজেন্ট কমিশন কমে যাওয়া, বরিষ্ঠ নাগরিকদের কম পয়সায় স্বাস্থ্য বিমা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এজেন্টরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

—প্রথম পাতার পর

মানুষের দৈনন্দিন সমাস্যাগুলিকে সমাধান করতে ব্যর্থ তাই তারা সাধারণ মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিচ্ছে। মানুষের ভাত কাপড়ের সমস্যাকে আড়াল করতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, কোথাও জাতের নামে, কোথায় ধর্মের নামে, কোথাও খাদ্যের নামে দাঙ্গা বাঁধিয়ে আমাদের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে চাইছে। যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। যুব ফেডারেশন একমাত্র সংগঠন যারা যুবদের জীবনের যন্ত্রণাকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভেদ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করছে। সমাবেশে যুবদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

আসামির কাঠগড়ায়

—প্রথম পাতার পর

আমলে দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া ও দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে যে উন্নয়নের কাজ হয়েছে তাঁর ছিটেফোঁটাও বর্তমান নিষ্কর্মা ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল পরিচালনাধীন বোর্ডের কাছে মানুষ পায়নি।

আসন্ন দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচনী লড়াই-এ বামফ্রন্টের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে পার্টির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের পীঠস্থান দুর্গাপুরের দিকে তাকিয়ে আছেন সারা রাজ্যের মানুষ ।

সভার শুরুতে জ্যোতি বসুর ১০৪-তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। দুর্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা আলোচনা করেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই, কলকাতায়, পিতা ডাঃ নিশিকান্ত বসু, মাতা হেমলতা বসু। ২. ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে। ৩. ১৯৪০ সালের ১ জানুয়ারি, রেল শ্রমিক সংগঠন। ৪. ১৯৪৫ সালে। ৫. ১৯৪৬ সালে। ৬. ১৯৫২ সালে বরানগর কেন্দ্র থেকে। ৭. ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬১ সাল। ৮. ১৯৫৩ সাল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৬৪ সাল থেকে পলিটব্যুরোর সদস্য। ৯. ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ, পরিবহন দপ্তর, অজয় মুখোপাধ্যায়। ১০. ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, আলি ইমাম। ১১. ১৯৭৭ সালের ২১ জুন, ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত, ২৪ বছর। ১২. ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি ১১টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে, ১৯ জানুয়ারি এস এস কে এম হাসপাতালে।

যুবদের ডেপুটেশন

—প্রথম পাতার পর

মোটা টাকা নেওয়া, কলেজে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে তোলা আদায়, ডাক্তারদের ও নার্সিংহোমগুলিতে বেড়ে চলা ফি—লাগাম দেওয়া, সবার জন্য নির্ভুল ডিজিটাল রেশন কার্ড, পুকুর ভরাট, খাস জমি, খেলার মাঠ দখল করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও এন.এইচ.-২-তে দেওয়া গার্ডওয়ালের ফলে আমরাসোতা অঞ্চল রানিগঞ্জ শহর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ নয় দফা দাবি নিয়ে এদিন রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের যুবরা বরো অফিসে উপস্থিত হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা ও সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ওয়াসিমুল হক, কাউন্সিলার নারান বাউরি, আরিজ জালিস, মাগারাম বাউরি, জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল, যুব নেতা হেমন্ত প্রভাকর, মনোজিত বোস, দিব্যেন্দু মুখার্জী, অনুপম চ্যাটার্জী, সঞ্জয় প্রমানিক প্রমুখ। ডেপুটেশন দেওয়ার পর নেতাজি স্ট্যাচু পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হয়।

শান্তি-সম্প্রীতির জন্য রক্তদান

—প্রথম পাতার পর

নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন-এর কালনা-২ পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৯ জুলাই দফরপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবিরে চারজন যুবতী সহ ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও এই শিবিরে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া। শিবিরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন যুবনেতা নবকুমার বাগ, আলিম মণ্ডল, মহম্মদ শাহ প্রমুখ। নবকুমার বাগ জানান, প্রবল বৃষ্টিতে দুপুরের পর শিবির বন্ধ করে দিতে হয়। ফলে বেশ কিছু রক্তদাতা রক্ত না দিতে পেরে বাড়ি ফিরে যান।

সৌহার্দ্যের জন্য মিছিল জেলাজুড়ে

—প্রথম পাতার পর

বক্তব্য রাখেন মধু সিংহরায় ও উদয় গোস্বামী।

রানিগঞ্জ কয়লাখনি ও কৃষি অঞ্চলের বল্লভপুরেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানিয়ে মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষের এই পথসভায় আওয়াজ ওঠে বিজেপি ও তৃণমূল ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করছে, বসিরহাট সহ সারা দেশেই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে সংহত করেই রুখতে হবে ধর্মের এই জিগির। বামপন্থীরা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই-এর ময়দানে আছে। রানিগঞ্জ বেঙ্গল পেপার মিল গেটের সামনে বক্তব্য রাখেন হেমন্ত প্রভাকর, শাশ্বতী মিত্র, আজাদি প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রানিগঞ্জ শহরের বাজার এলাকায় নেতাজি সুভাষ মোড়ে সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন দিব্যেন্দু মুখার্জী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, কল্লোল ঘোষ, রুনু দত্ত।

জ্যোতিষ্ক জ্যোতি বসু

—দুয়ের পাতার পর

অব্যবহিত পরেই) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ফলের জন্য কলেজে মানপত্র প্রদানের অনুষ্ঠান হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং প্রধান অতিথি শ্রীমতী মায়া রায়। বেশ কয়েকবার মঞ্চে ওঠানামা করতে হয় আমাকে। শ্রীমতী মায়া রায় বলেন, "আমি খুব খুশি তোমার সাফল্যে"।

জ্যোতি বসুকে সঠিক দিক-নির্দেশের জন্য প্রণাম জানাতে চাই। ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য (PRC-র একজন একনিষ্ঠ পরিচালক) জোতি বসুকে খবরটা দেন। তিনি বলেছিলেন "হ্যাঁ ছিপছিপে ছেলেটাকে মনে আছে খুব। আমার আশীর্বাদ রইলা। ভালো করে কাজ করতে বলবেন।"

সময়ের সদ্ব্যবহার তাঁর থেকে শেখার। সবকিছু জেনেও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কঠিন মোকাবিলা সম্ভব, এও শিক্ষণীয় তাঁর কাছ থেকে।

ভালো চিকিৎসক হ'বার সংগ্রাম শুরু উনিই করিয়ে দিলেন। নিজের সাথে সংগ্রাম—সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম। জ্যোতি বসু 'বাহ্যিক-কঠিন, অন্তর কোমল', আমার দেখা উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা